সংবাদ

03 MAR 2017

কোচিং সেন্টারের সুনাম বাড়াতে প্রশ্ন ফাঁস

৮ জন গ্রেফতার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

যেসব শিক্ষকের কোচিং সেন্টার রয়েছে তারাই নিজস্ব কোচিং সেন্টারের সুনাম বাড়ানোর জন্য পরীক্ষা শুরু হওয়ার দেড় থেকে দুই ঘণ্টা আগে প্রশ্নপত্র ফাঁস করছেন। এমনকি মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই সেই প্রশ্নপত্রের সমাধান করে তাদের নিজস্ব লিংক, ভুয়া ফেসবুক আইডি ও মেসেঞ্জারের মাধ্যমে সারাদেশে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। গত বুধবার এসএসসির ভুয়া প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের ৮ সদস্যকে গ্রেফতারের পর এমন তথ্য পেয়েছে গোয়েন্দারা। গ্রেফতারকৃতরা হলো- রাজধানীর কমলাপুর শের-ই-বাংলা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, তার সহযোগী জহিরুল ইসলাম ওরফে শুভ, লিটন মিয়া, রমন হোসেন ওরফে মাহির, রাজিব আলী, আরিফুল ইসলাম ওরফে আরিফ, তারিকুজ্জামান হিমেল ওরফে আবির ও অন্তর। ঢাকা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, বাগেরহাট ও কুষ্টিয়া জেলায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি দক্ষিণ) একটি দল।

এদিকে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার ৮ জনকে তিনদিন করে রিমান্ড দিয়েছেন আদালত। গতকাল তাদের ঢাকা সিএমএম আদালতে হাজির করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। এ সময় শাহজানপুর থানায় দায়ের করা মামলায় সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা। শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর হাকিম এসএম মাসুদ জামান প্রত্যেকের তিনদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

গতকাল দুপুরে ডিএমপির কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ডিবির যুগ্ম কমিশনার আবদুল বাতেন বলেন, বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে ধারণা করা হয়, তিনটি জায়গা থেকে প্রশ্ন ফাঁস হতে পারে। প্রথমত যারা প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত সেখান থেকে, দ্বিতীয়ত বিজি প্রেস থেকে এবং সর্বশেষ পরীক্ষার প্রশ্ন বিভিন্ন জেলার কেন্দ্রে যাওয়ার পর সাব সেন্টারে পাঠানোর সময়। তবে, গ্রেফতারকৃত চক্রটি সর্বশেষ মাধ্যমে অর্থাৎ জেলা প্রশাসকের কেন্দ্র থেকে সাব সেন্টারে যাওয়ার সময় প্রশ্ন ফাঁস করে আসছিল। এদের মধ্যে কমলাপুর শের-ই-বাংলা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক রফিকুল ইসলাম জ্ঞানকোষ নামে একটি কোচিং সেন্টার চালান। পরীক্ষার দিন রফিকুল ইসলাম তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী জহিরুলকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করতে পাঠান। প্রশ্নপত্র জেলা প্রশাসকের কেন্দ্র থেকে সাব সেন্টারে নেয়ার সময় জহিরুল প্রশ্নের ছবি তুলে তা ১০ মিনিটের মধ্যে সমাধান করে নিজেদের লিংকগুলোতে ছড়িয়ে দেন। যারা তাদের ওই লিংকে থাকেন, তারা বিকাশে এক থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে সেখানে আগে থেকেই যুক্ত হন। তবে ঠিক কোন সেন্টার থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হয়েছে সে বিষয়ে কিছু বলেননি বাতেন।

যুগ্ম কমিশনার বলেন, শিক্ষকরাই যদি এ ধরনের কাজে জড়িয়ে পড়েন তাহলে সেটি পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বড় ক্ষতি। কারণ সারাদেশে হাজার হাজার কেন্দ্র রয়েছে। তবে সব শিক্ষক এক রকম না। অন্যদিকে প্রতি বোর্ডেও যদি একজন শিক্ষক এমন কাজ করেন তাহলে সেটিও শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুতর প্রভাব পড়ে। এসএসসির গণিত পরীক্ষার প্রশ্ন একদিন আগে কিভাবে ফাঁস হলো এবং ওই চক্রের কেউ গ্রেফতার আছে কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে বাতেন বলেন, আগেই বলেছি প্রশ্ন ফাঁস উপরের তিনটি মাধ্যমের যে কোন মাধ্যমে হতে পারে। ইতোমধ্যে এর আগে গ্রেফতারকৃত চক্রের একজনকে বিজি

কোচিং : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

কোচিং : সেন্টারের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে।

এ বিষয়ে মন্ত্রণালয় একটি কমিটিও করেছে তারা ব্যবস্থা নিবে। আমরাও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। তবে লেটেস্ট তথ্য অনুযায়ী গ্রেফতারকৃত চক্রের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত প্রশ্নের সঙ্গে ইংরেজি প্রশ্নপত্রের মিল পাওয়া গেছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।

উল্লেখ্য, চলতি বছর এসএসসিতে বিভিন্ন পরীক্ষার আগের রাতে প্রশ্নপত্র পাওয়া যাচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপসহ বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে, যা পরদিন পরীক্ষায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। এ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও তাতে কাজ হয়নি। এর আগে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি 'ভুয়া' প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে রাজধানীতে ছয় জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়।